

দরকারী গাছপালা

কে এস শেখরম

৪'৭
360



1983 (শক 1904)

মূল তেলুগু © কে. এস. শেখরম, 1982

বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, 1983

OUR USEFUL PLANTS (*Bengali*)

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

Acc No – 15045

Published by Director, National Book Trust, India
A-5, Green Park, New Delhi 110016
and printed at Indraprastha Press (C.B.T.)
4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

নেহরু বাল পুস্তকালয়

8.7



360

দরকারী গাছপালা

কে এস শেখরম

ছবি : পুলক বিশ্বাস

অনুবাদ : দুর্গাদেবী মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়াদিল্লি



মা, বাবা, ছোট ভাই,
টমি আর আমি,
এই আমাদের পরিবার।





সেদিন আমরা যে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে ?
টমির বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল
আর দেখেছিলাম চিতা, বাঘ, বাঁদর, জেব্রা…
তারা সবাই তাদের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছিল।

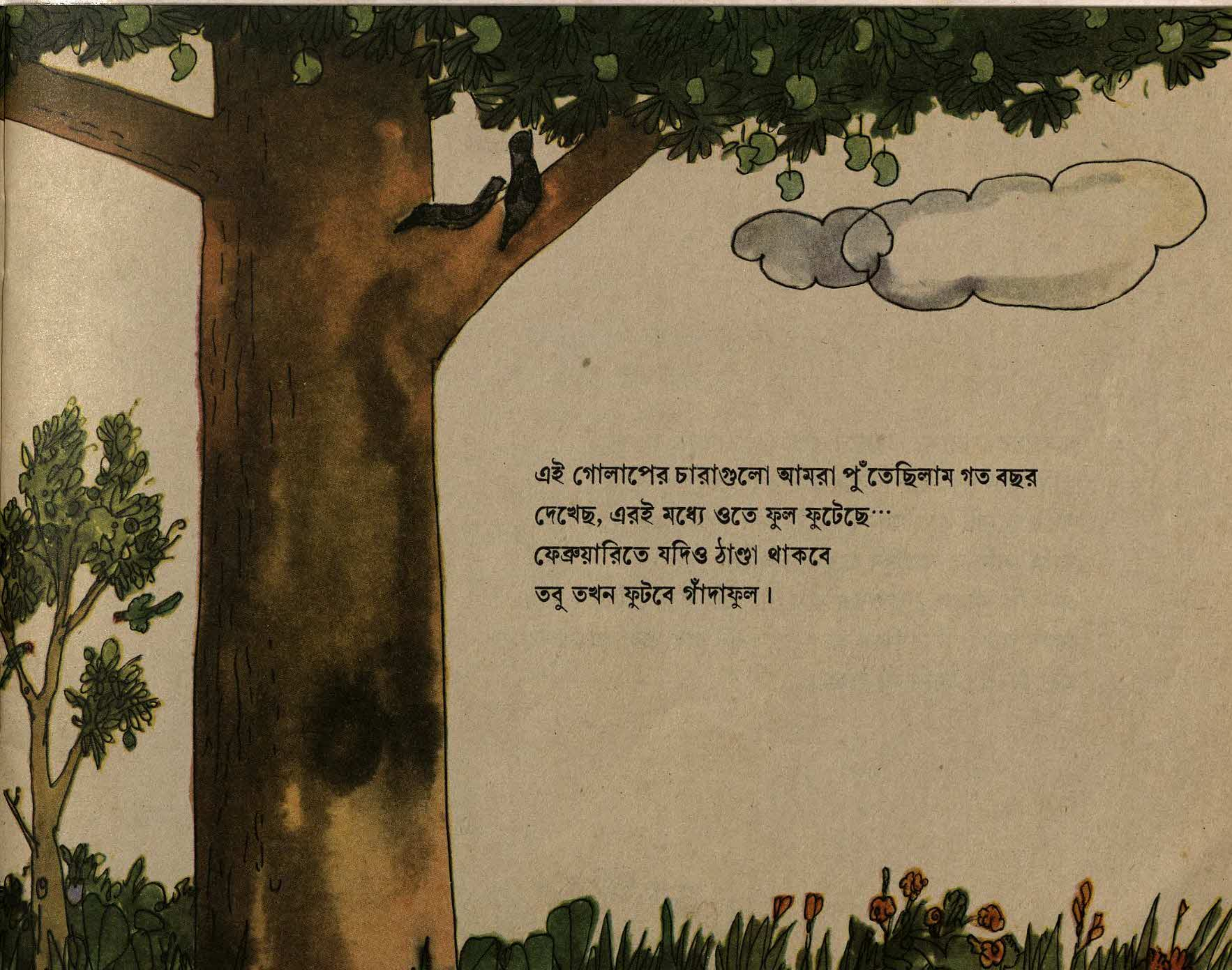






আমার জানলা দিয়ে
আমি অনেক গাছ দেখতে পাই
আমাদের বাড়ীর পেছনে
অনেক গাছপালা আছে।
এমন কি আমাদের একটা পেয়ারা গাছও আছে।
আমি শুনেছি
ছোট গাছগুলোকে চারা বলে।
অর্থাৎ আমার মত ছোটগুলোকে
চারা বলে।
আমার বাবা বলেন
তাঁর মত বড়গুলোকে
বলে গাছ।





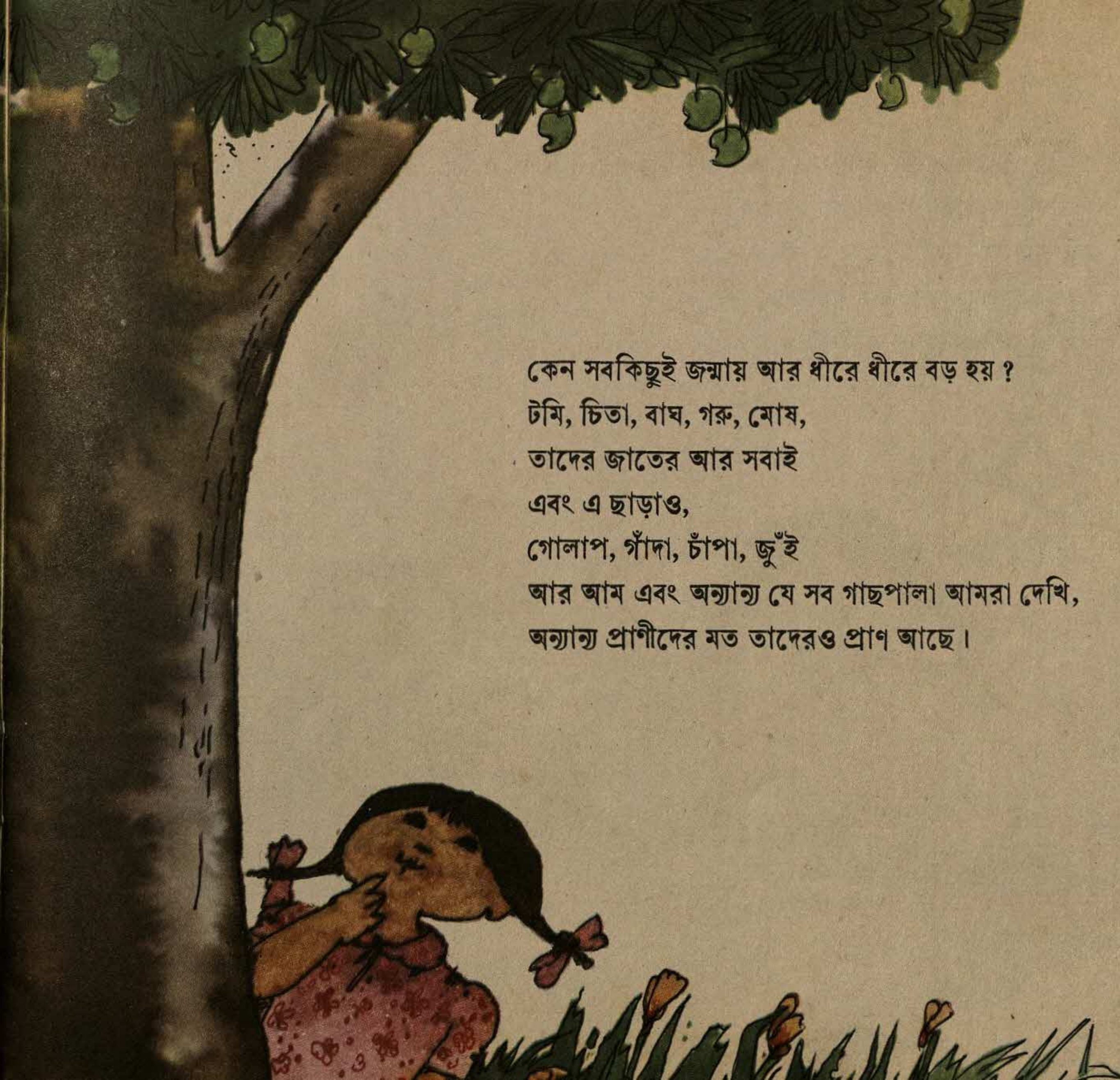
এই গোলাপের চারাগুলো আমরা পুঁতেছিলাম গত বছর
দেখেছ, এরই মধ্যে ওতে ফুল ফুটেছে···
ফেব্রুয়ারিতে যদিও ঠাণ্ডা থাকবে
তবু তখন ফুটবে গাঁদাফুল।



আমাদের পেছনের উঠোনে একটা আমগাছও আছে...
আমি যখন খুব ছোট ছিলাম এটা তখন থেকেই আছে।
আমি শুনেছি বাবা যখন ছোট ছিলেন তখনও এটা বড়ই ছিল
আমি জানি না কতদিন ধরে এটা আছে
এমন কি আমার ঠাকুর্দারও মনে নেই ওটা কবে পোঁতা হয়েছিল।
যেমন আমরা দিনে দিনে বড় হই, তেমনি চারা এবং গাছও বড় হয়
এবং টমিও তেমনি বড় হচ্ছে।







কেন সবকিছুই জন্মায় আর ধীরে ধীরে বড় হয় ?
টমি, চিতা, বাঘ, গরু, মোষ,
তাদের জাতের আর সবাই
এবং এ ছাড়াও,
গোলাপ, গাঁদা, চাঁপা, জুঁই
আর আম এবং অন্যান্য যে সব গাছপালা আমরা দেখি,
অন্যান্য প্রাণীদের মত তাদেরও প্রাণ আছে।

এবং যা কিছুরই প্রাণ আছে তাদেরই বাঁচবার জন্য খেতে হয়
আর যারাই খায় তারাই বড় হয়।
তাই যখন আমি খেতে চাই না
মা বলেন, 'যদি তুমি না খাও
তবে কোনদিনই তুমি বড় হবে না।'



আমরা সকলেই খাই
টমিও খায়
আর যখন কারুর নজরে না পড়ে
বেড়ালটা চুক চুক করে দুধটা খেয়ে নেয়
(সেদিন কী বকুনিই না খেয়েছিল !)

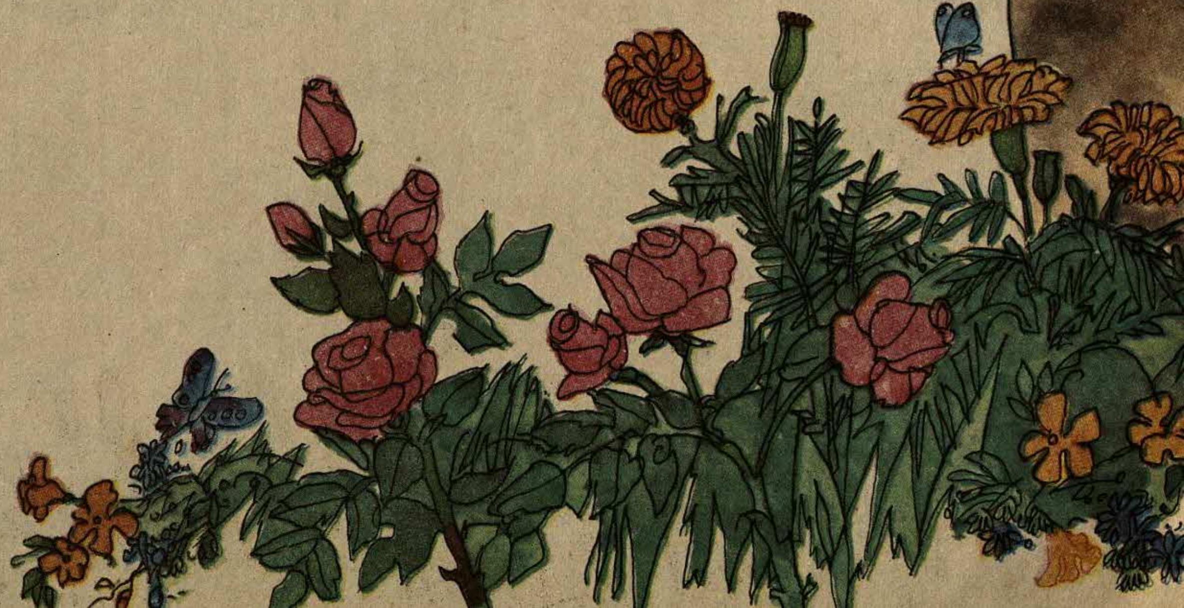


চিতা আর বাঘ মাংস খায়
(আমরা চিড়িয়াখানায় তাদের খাওয়াতে দেখেছি)।



গোলাপ, গাঁদা, চাঁপা এবং আমেরও
জীবন আছে—তাই না ?
তারাও ধীরে ধীরে বড় হয়
তারা কী খায় ?







গাছপালার মাটি দরকার
গাছপালার রোদ্দুর দরকার
গাছপালার হাওয়া আর জল দরকার।

মা আটা দিয়ে আমাদের জন্য রুটি তৈরী করেন
আমরা যে সবুজ তরকারী খাই
তা আমাদের সজ্জী বাগানে হয়।
আমরা ঐগুলি মিলিয়ে আমাদের খাবার তৈরী করি।
কিন্তু তোমরা জান কি যে এই গোলাপ, গাঁদা
চাঁপা আর আম
আর এইসব গাছপালা যে আমরা দেখি
তারাও তাদের নিজেদের খাবার বানায় ?





এই সমস্ত গাছপালা
মাটি থেকে জল শুষে নেয়
এবং নিঃশ্বাস নেয়—যেমন আমরা নিই।
আর যখন সূর্য ওঠে
পাতার মধ্যেকার সবুজ পদার্থ তখন তাদের খাদ্য হয়।
গাছেরা নিজেরাই নিজেদের খাবার তৈরী করে।



গোলাপ, চাঁপা আর আমগাছ বাইরে হয়
কখনো বাড়ীর মধ্যে নয়
কিংবা রান্নাঘরেও নয়।
কেন বল তো ?

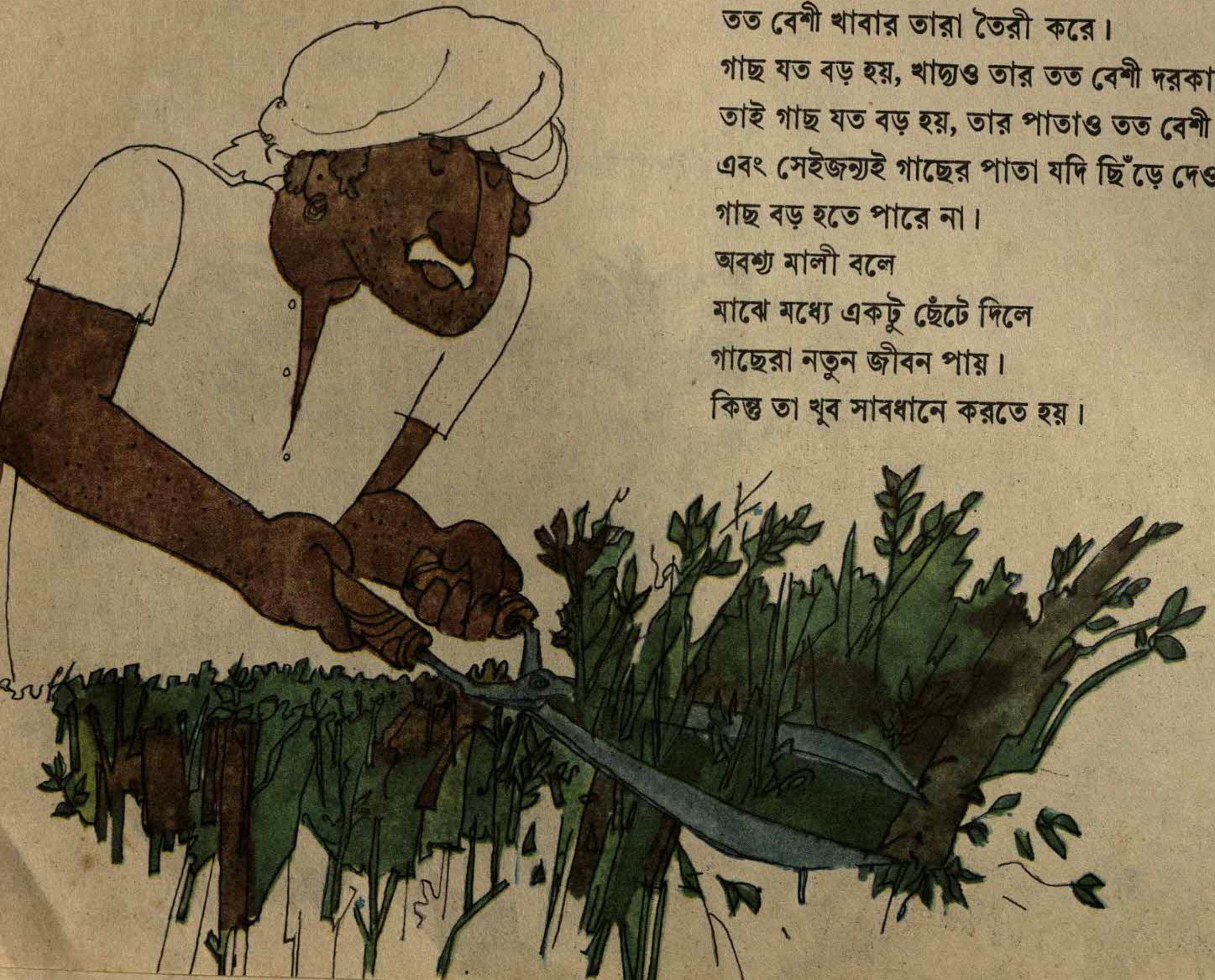
কারণ
যদি তোমরা তাদের উপড়ে ফেল
বা রোদ্দুর এবং বাতাস থেকে
তাদের আলাদা কর
তারা তবে তাদের খাবার তৈরী করতে পারবে না
এবং বাড়তেও পারবে না।
সবাই ঝিমিয়ে পড়বে এবং মরে যাবে।



একটা বড় বাড়ীতে, আমরা আমাদের খাবার রান্না করি রান্নাঘরে।
আম গাছটাও বড়
সে কোথায় তার খাবার তৈরী করে ?
সব গাছেরই পাতারা খাবার তৈরী করে।
সব গাছেরই
পাতারাই তাদের রান্নাঘর। সেখানেই তাদের খাবার তৈরী হয়।

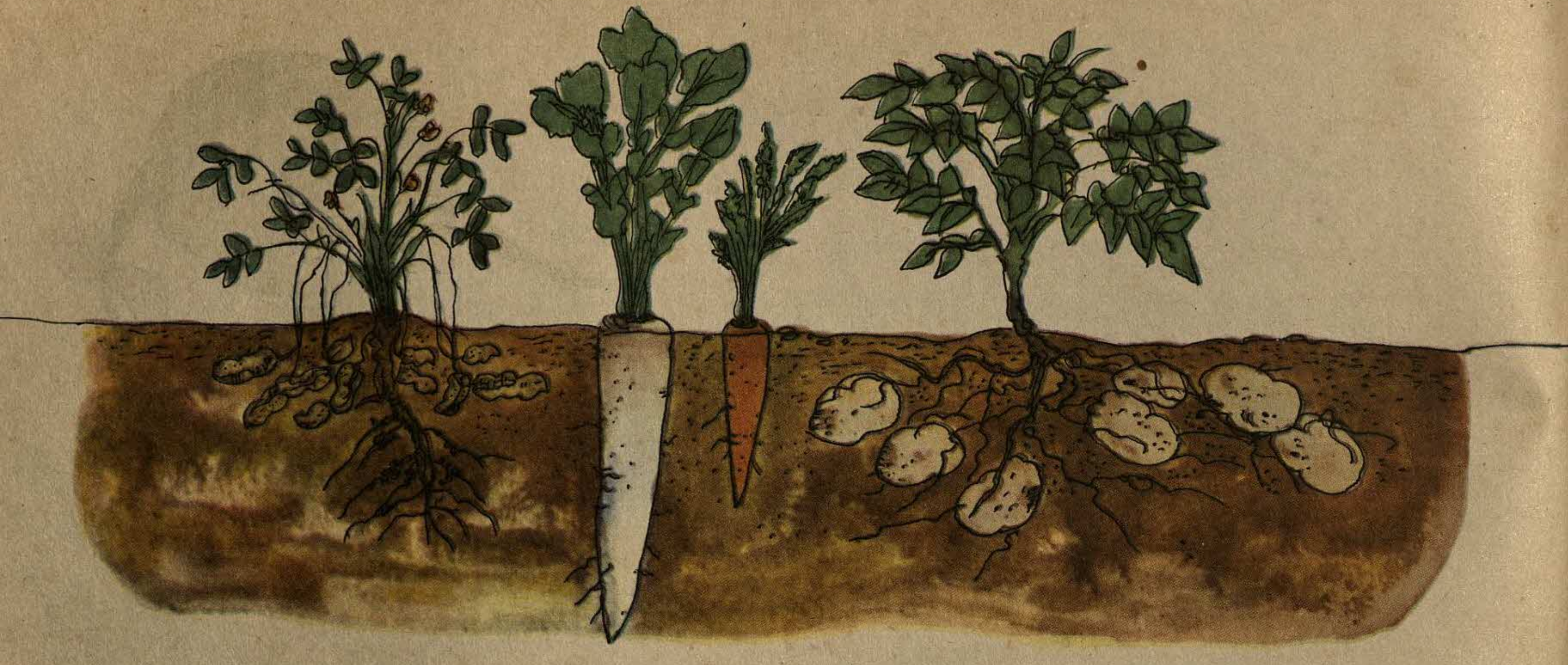


যত বেশী পাতা,
তত বেশী খাবার তারা তৈরী করে।
গাছ যত বড় হয়, খাদ্যও তার তত বেশী দরকার।
তাই গাছ যত বড় হয়, তার পাতাও তত বেশী থাকে।
এবং সেইজন্যই গাছের পাতা যদি ছিঁড়ে দেওয়া হয়
গাছ বড় হতে পারে না।
অবশ্য মালী বলে
মাঝে মধ্যে একটু ছেঁটে দিলে
গাছেরা নতুন জীবন পায়।
কিন্তু তা খুব সাবধানে করতে হয়।

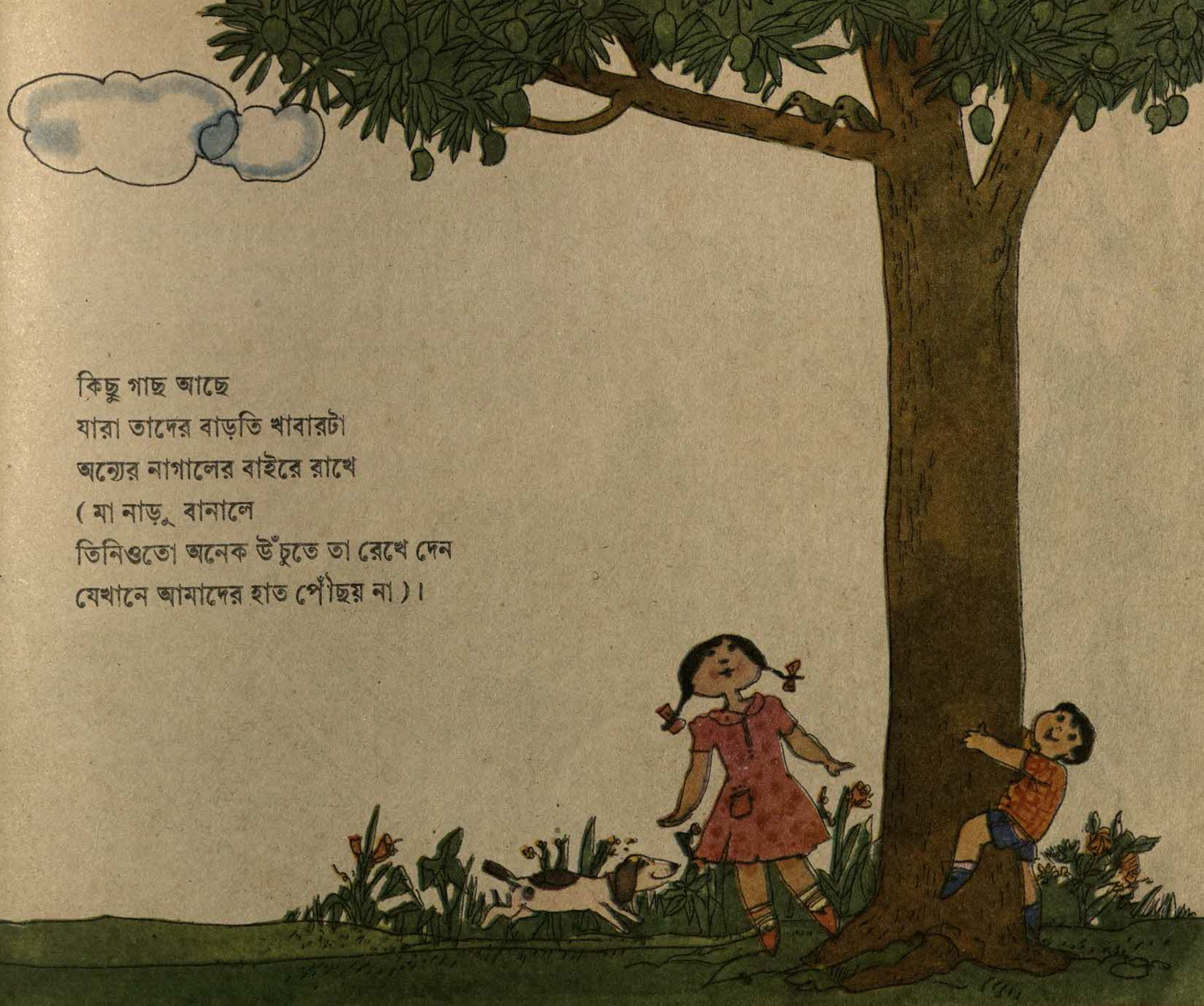


মা যখন আমাদের চীনাবাদাম দেন
আমরা তার কিছুটা খাই
আর বাকীটা পকেটে রেখে দিই পরে খাবার জন্য।
ঠিক সেরকমই, গাছের খাবার যখন পুরো হয়ে যায়
বাকীটা তারা রেখে দেয়
অন্য সময়ের জন্য।

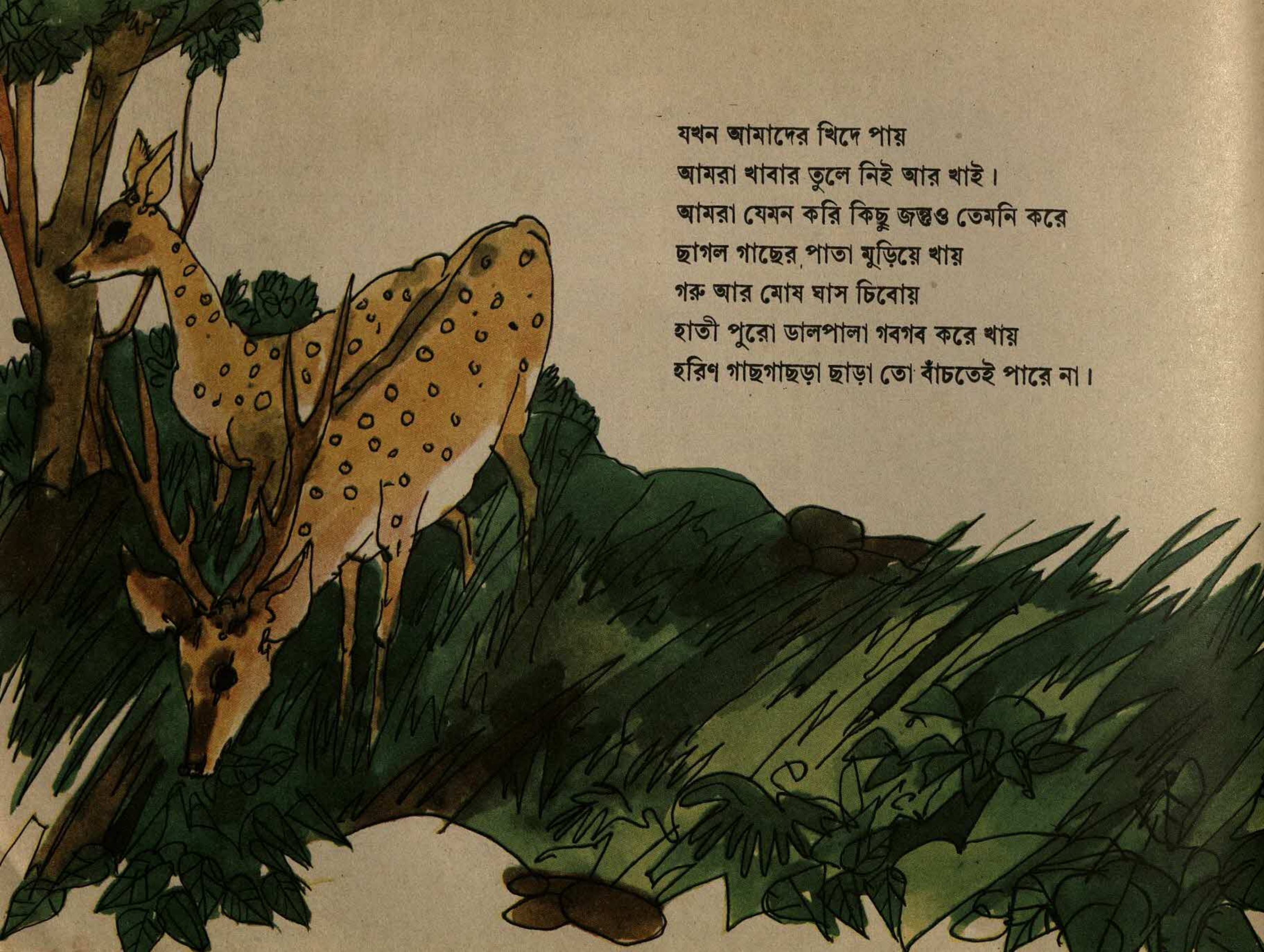




কোনো কোনো গাছ তাদের বাড়তি খাবারটা জমা রাখে মাটির নীচে।
গাজর, আলু, চীনাবাদাম এরকম করে।
(তোমাদের একটা গোপন কথা বলি ঃ
দাদুও তাঁর টাকাপয়সা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখে)।



কিছু গাছ আছে
যারা তাদের বাড়তি খাবারটা
অন্যের নাগালের বাইরে রাখে
(মা নাড়ু বানালে
তিনিওতো অনেক উঁচুতে তা রেখে দেন
যেখানে আমাদের হাত পৌঁছয় না)।



যখন আমাদের খিদে পায়
আমরা খাবার তুলে নিই আর খাই।
আমরা যেমন করি কিছু জন্তুও তেমনি করে
ছাগল গাছের পাতা মুড়িয়ে খায়
গরু আর মোষ ঘাস চিবোয়
হাতী পুরো ডালপালা গবগব করে খায়
হরিণ গাছগাছড়া ছাড়া তো বাঁচতেই পারে না।

যদি হরিণ না থাকে
চিতা আর বাঘ বেঁচে থাকতে পারে না।
এমন কি মাংসই যাদের খাদ্য
তাদেরও বেঁচে থাকার জন্য গাছগাছড়ার দরকার হয়।
এক কথায় আমাদের নীতি এই হওয়া উচিত ঃ
'গাছপালা দীর্ঘজীবী হোক!
ঝটপট সবুজ গাছপালা লাগাও!'



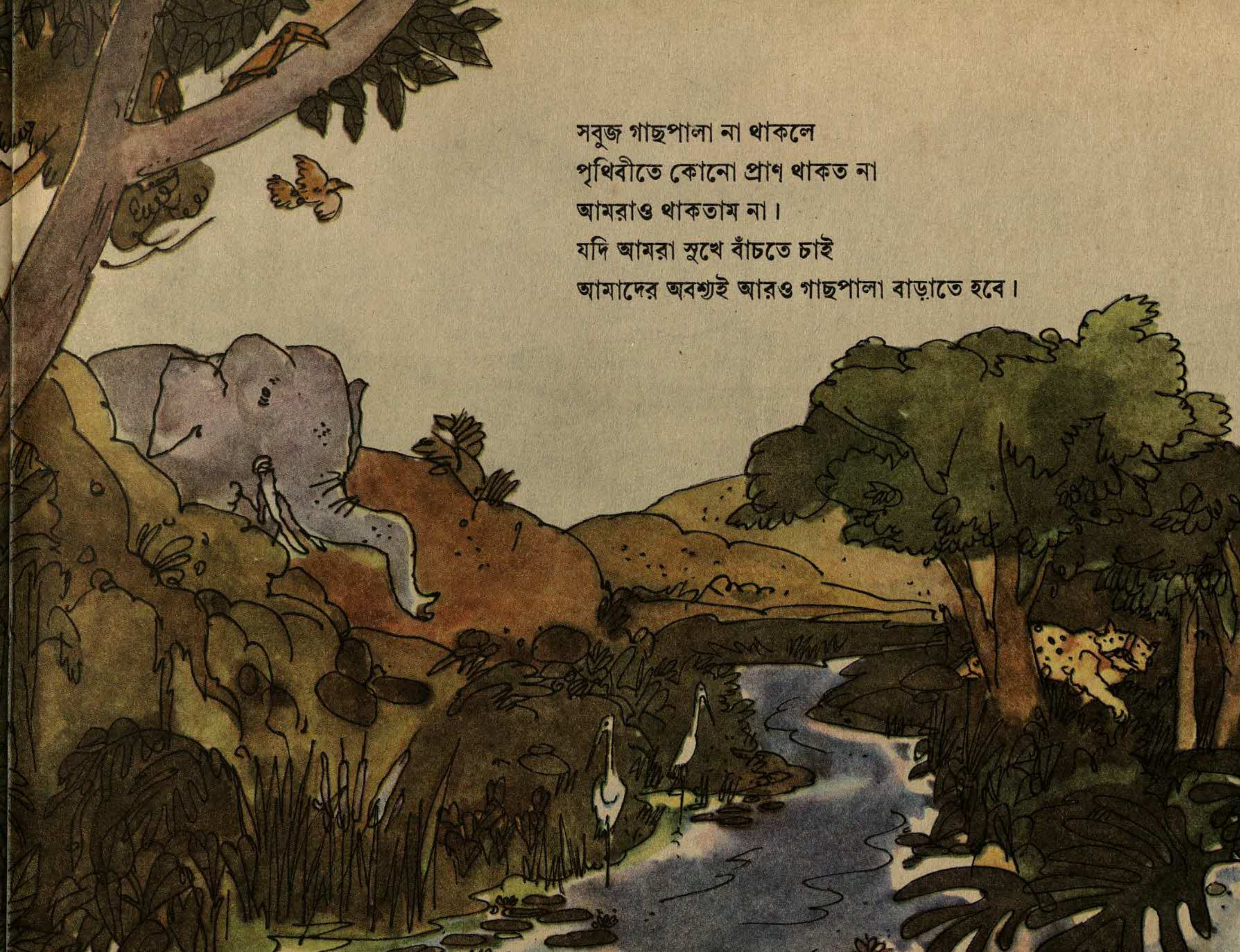


আমরা রোজ গমের আটা দিয়ে তৈরী করা রুটি খাই
কিন্তু আমরা নিজেরা গম তৈরী করতে পারি না।
বেগুন গাছ, ঢ্যাঁড়স গাছ
নিজেদের জন্য যে খাবার তৈরী করে
সেগুলিই আমাদের খাবার।
বেচারারা এই সব খাবার তৈরী করতে
কত পরিশ্রম করে
আমরা তাদের কাছ থেকে সেসব নিয়ে রান্না করে খাই।
জন্তুরা রান্না করতে পারে না
সেজন্য তারা কাঁচা কাঁচাই খায়।

পৃথিবীর বাসিন্দাদের মধ্যে
কেবলমাত্র গাছপালারাই
জল, হাওয়া আর রোদ্দুর থেকে
নিজেদের খাবার তৈরী করে।
আমরা তা পারি না।
জন্তুরাও পারে না।
কারণ অতি সোজা ঃ
গাছপালাদের নিজেদের খাবার বানাবার জন্য
তাদের পাতার মধ্যে যে সবুজ পদার্থ থাকে
আমাদের তা নেই।
তাই গাছপালারা যা বানায়
আমরা তা তাদের কাছ থেকে নিয়ে রান্না করে খাই
আর জন্তুরা তা কাঁচাই খায়।







সবুজ গাছপালা না থাকলে
পৃথিবীতে কোনো প্রাণ থাকত না
আমরাও থাকতাম না।
যদি আমরা সুখে বাঁচতে চাই
আমাদের অবশ্যই আরও গাছপালা বাড়াতে হবে।

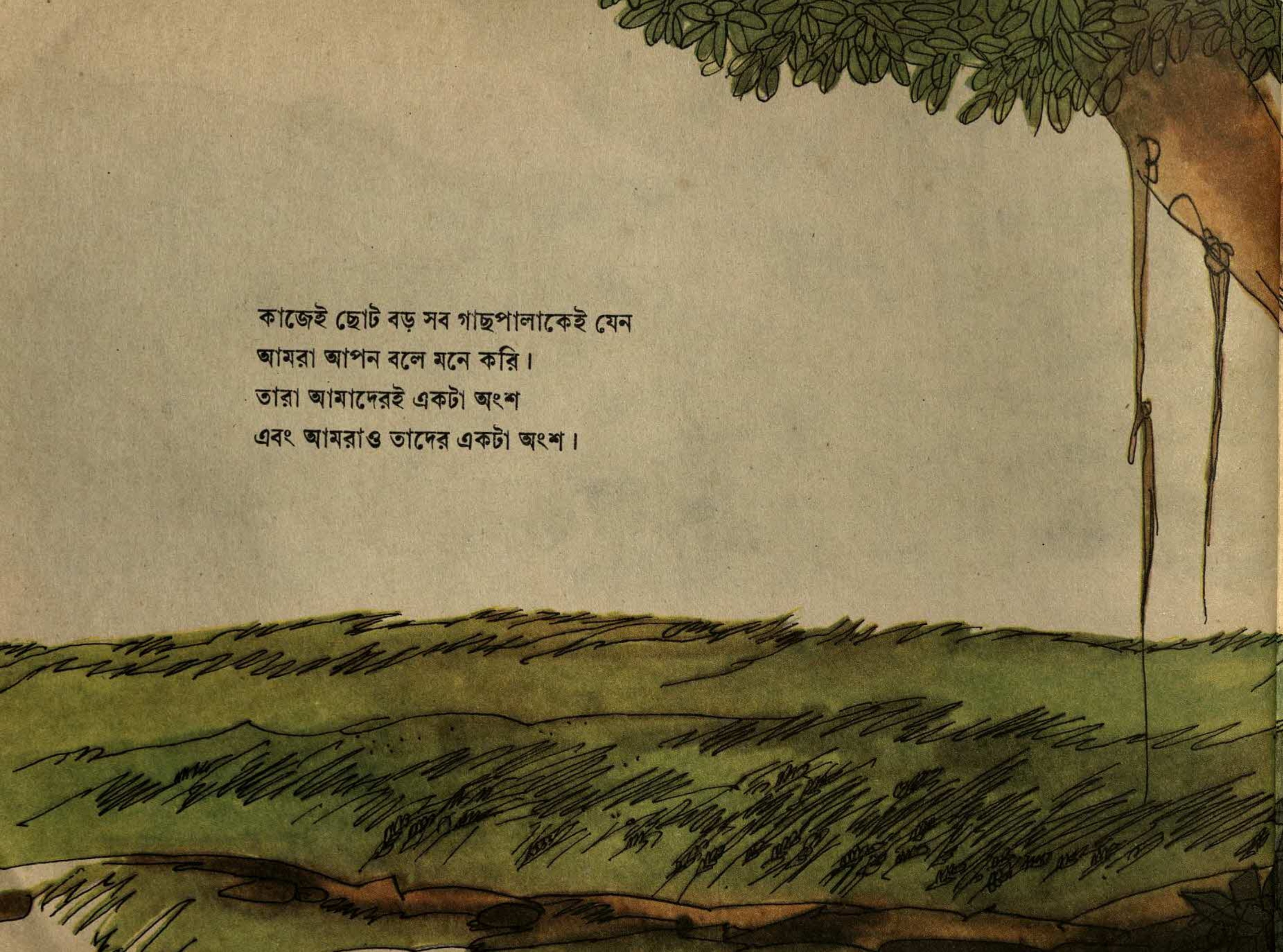


গাছপালা আমাদের সবুজ সমারোহ দেয়
তারা দেখতে চমৎকার
আর আরও একটা কথা, তারা আমাদের ছায়া দেয়।



তাই আমরা আমাদের জমিতে ধান, গম ও ভুট্টার চাষ করি
আমাদের বাগানে আমরা পেয়ারা, আম, আঙ্গুর লাগাই
এবং বেগুন, ঢ্যাঁড়স ইত্যাদি ফলাই।

কাজেই ছোট বড় সব গাছপালাকেই যেন
আমরা আপন বলে মনে করি।
তারা আমাদেরই একটা অংশ
এবং আমরাও তাদের একটা অংশ।





ACC NO - 15045

nbt



National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00